বাংলাদেশে ই-সরকারি ক্রয়ঃ প্রতিযোগিতামূলক চর্চার প্রবণতা বিশ্লেষণ (২০১২-২০২৩)

রিফাত রহমান
কে.এম. রফিকুল আলম
মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে অনলাইন ভিত্তিক সরকারি ক্রয়কার্য (ই-জিপি) বাস্তবায়নের বয়স প্রায় এক যুগ।

- বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনা বলছে, ই-জিপি পোর্টাল ব্যবহার করে দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে কার্যাদেশ প্রদান পুরো কার্যক্রমই অনলাইনে করা যাচ্ছে, যা দরপত্র প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক ব্যয় ও সময়ক্ষেপন বেশ কমিয়ে দিয়েছে
- ই-জিপি ব্যবহার করার ফলে কমপক্ষে ৭ ভাগ ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে, প্রচলিত কাগুজে ব্যবস্থার তুলনায়। এতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সরকারের সাশ্রয় হয়েছে ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- সরকারি ক্রয় শতভাগ ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা গেলে বার্ষিক সাশ্রয়ের পরিমান দাঁড়াবে ১৭৬ কোটি ডলার।
- সরকারি ক্রয়ে দরপত্র প্রক্রিয়া সহজ করার মাধ্যমে ই-জিপি দরপত্র ছিনতাই, দরপত্র জমাদানে বাধা প্রদান এবং শক্তি প্রদর্শনের ঘটনা একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে।
- বিশ্বব্যাংকের আরেকটি গবেষণা(২০২০) বলছে, সরকারি কেনাকাটায় আইনি পরিবর্তন ই-ক্রয়কার্যে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর পরিবর্তে এর পরিবেশ বিনষ্ট করছে।
- টিআইবি'র ই-জিপির কার্যকরতা বিষয়ক গবেষণা বলছে, ই-জিপি'র মূল উদ্দেশ্য ছিলো সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়ানোর মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করা ও সম্পাদিত কাজের মান বাড়ানো, যদিও এই দুটি বিষয়ে ই-জিপি'র প্রভাব কম
- ই-জিপি বাস্তবায়নের পরও চিহ্নিত অনিয়ম ও দুর্নীতির সরুপ:
  ১. কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ ও দরদাতাদের সিন্ডিকেট এখনো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।
  ২. সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও দরদাতাদের সিন্ডিকেট এখনও সক্রিয়।
  ৩. কাজ নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া, অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া, এবং কাজ ভাগাভাগির কারণে কাজের মান খারাপ হওয়া।

গবেষণা প্রশ্ন ও পদ্ধতি

- **ই-জিপির মাধ্যমে ই-ক্রয়কার্যের মিশ্র ফলাফলের ভিত্তিতে এ গবেষণায় নিম্নোক্ত বিষয়ে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে:**
  ১. সরকারি ই-কেনাকাটায় প্রতিযোগিতার মাত্রা এবং একক দরপত্র পড়ার প্রবণতা চিহ্নিতকরণ
  ২. বাজার দখলের মাত্রা বিশ্লেষণ
  ৩. সরকারি ই-ক্রয়কার্যক্রমে প্রতিযোগিতা বাড়াতে করণীয় প্রস্তাব করা
- **এসব বিষয়ে উত্তর খুজতে বিগ ডেটা এনালাইটিক্যাল এপ্রোচ (ফাজেকাস-২০২১) ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে তথ্য বিশ্লেষণে বিবেচ্য নির্দেশক:**
  ১.প্যাকেজ অনুযায়ী দরপত্র জমার গড় ২. ঠিকাদারদের বাজার দখল
  ৩. দরপত্রে স্থানীয় ঠিকাদারের প্রাধান্য ৪. একই ঠিকাদারের নির্দিষ্ট ক্রয় অফিসে নিয়মিত কার্যাদেশ পাওয়া
  ৫. একক দরপত্র পড়ার প্রবনতা (সার্বিক, এলাকাভিত্তিক এবং ক্রয় কর্তৃপক্ষ অনুযায়ী)
- **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি**
  ১. ই-জিপি পোর্টালে থাকা ২০১২- ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল ই-কার্যাদেশ
  ২. ডেটা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে পাইথন ও পাওয়ার কোয়েরি ব্যবহার
  ৩. ডেটা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় পাওয়ার বিআই ও ড্যাক্সের ব্যবহার

ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ধাপ

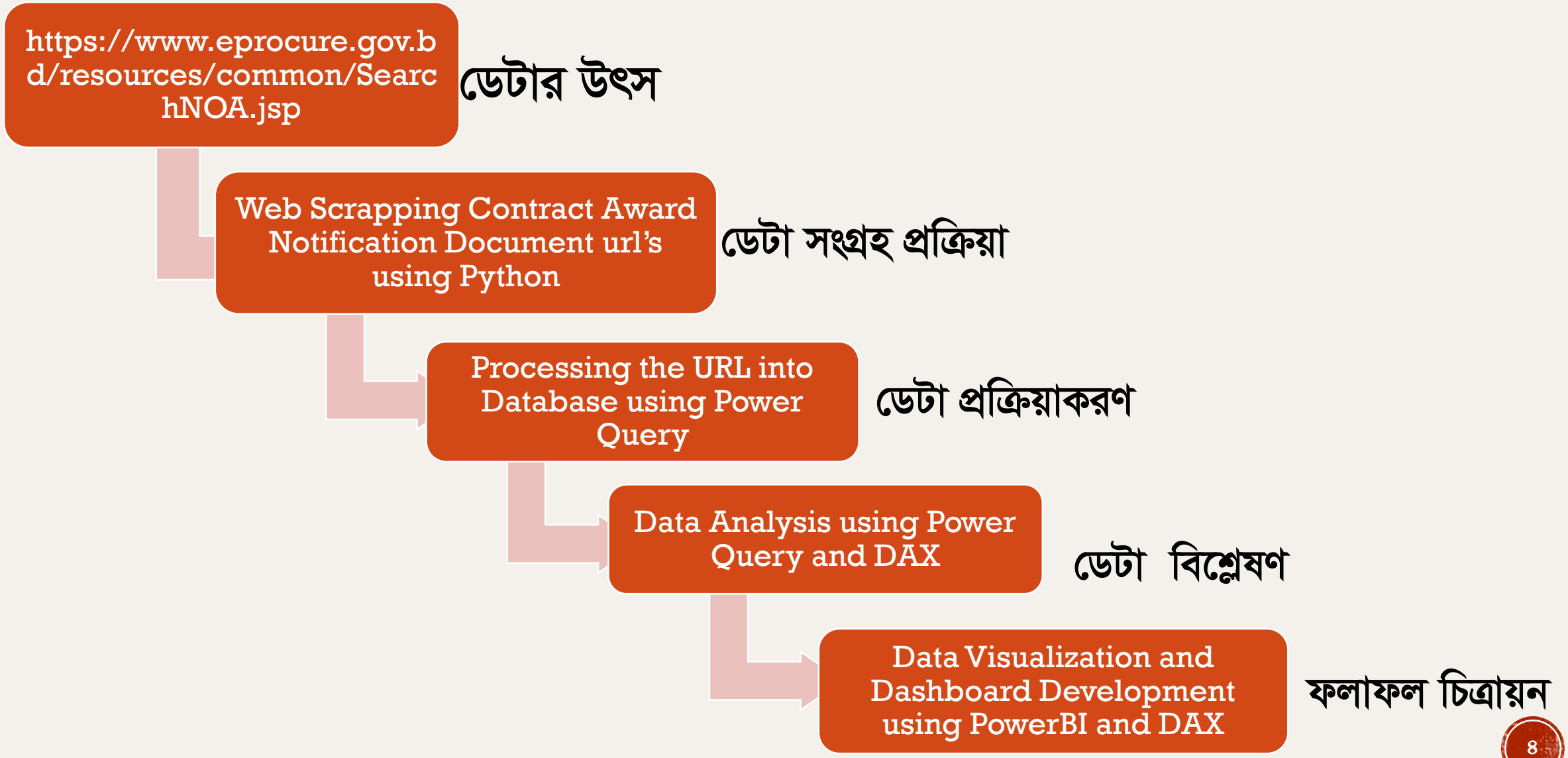

গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা

বিষয়	সংখ্যা
সময়কাল	জানুয়ারি ২০১২- ফেব্রুয়ারি ২০২৩
মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	৬৪
ক্রয় কর্তৃপক্ষের সংখ্যা	৫,৮৩০
ঠিকাদার সংখ্যা	৪১,৯১৮
মোট দরপত্র কার্যাদেশ বিশ্লেষণ	৪৫৫,৬৩৩
মোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	৪০০,৪১০
সর্বোচ্চ একক চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	৬৫৫.৫০

ই-ক্রয়ে শীর্ষ ১০ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ

(সর্বমোট চুক্তি মূল্য ও কার্যাদেশ সংখ্যায়)

- ই-ক্রয়কার্যে সবার শীর্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ (মোট কার্যাদেশের ৪৪% এবং চুক্তি মূল্যের ৪১%)
- ই- কেনাকাটার ৯৩%(মোট কার্যাদেশ) আর মূল্যের দিক থেকে ৯৭% মূলত ১০টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	মোট কার্যাদেশ	ঠিকাদারের সংখ্যা
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৬৩,১৮৮ (৪১%)	১৯৮,৬০৪	২৭,২৬০
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৬৫,২৮৮ (১৭%)	২৯,৮৩৩	৩,০৫৪
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৪,১৯৫ (৯%)	১৬,৭৯২	৩,৫৪৯
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩৪,০৫১ (৯%)	৭৫,৮৪২	৭,১২২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩০,৭৬২ (৮%)	৩৪,৯৩৯	৮,১২৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬,১০৮ (৪%)	২৮,৫৫০	৩,২৩১
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	৮,৮২৩ (৩%)	১২,০৯৫	৪,২১৩
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	৮,৫৩২ (৩%)	৬,৩২৬	১,২৪৬
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫,৫৭৩ (২%)	৯,২১৮	২,৮৭৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	৪,০১৪ (১%)	১০,৬৯৪	২,৩৯৪

বছর ওয়ারি ই-ক্রয়কার্য

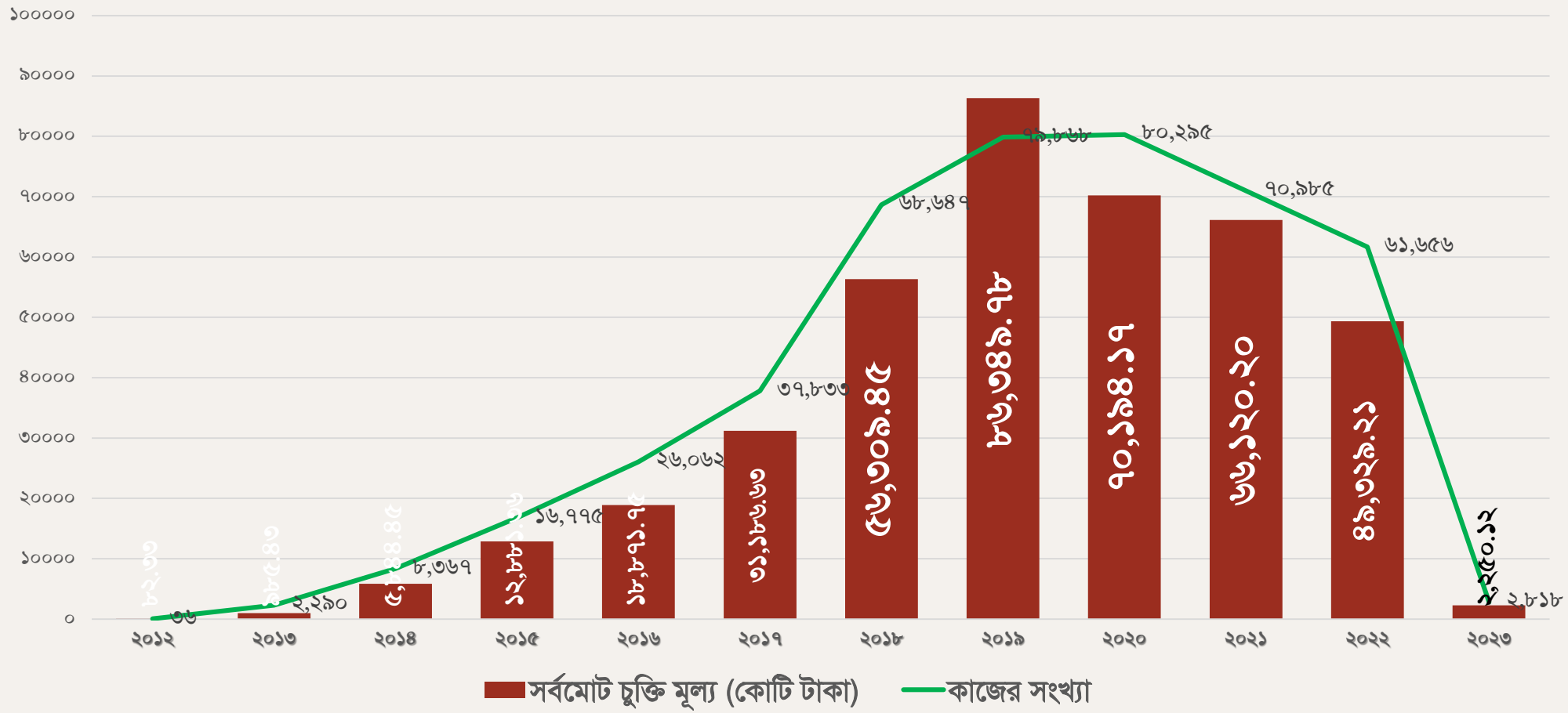

- ২০১৯ সালে ই-ক্রয়কার্যের মাধ্যমে সর্বোচ্চ অর্থ ব্যয় করে। কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে ৭৯ হাজারের বেশি যা টাকার মূল্যে ৮৬ হাজার কোটি টাকার বেশি।
- ২০২০ সালে দরপত্র কার্যাদেশের সংখ্যা বাড়লেও টাকার অংকে ই-ক্রয়কার্য কমে যায়। পরবর্তী তিন বছর যা অব্যাহত ছিলো।
- কোভিড-১৯ এবং আর্থিক সংকটে সরকারের কৃচ্ছতা সাধন নীতি মূলত ই-ক্রয়কার্য কমায় প্রভাব ফেলেছে।

কাজের মূল্য অনুযায়ী বন্টন

চুক্তি মূল্য শ্রেনীবিভাগ	কাজের সংখ্যা	কাজের শতকরা হার	চুক্তি মূল্যের শতকরা হার	একক দরপত্র শতকরা হার	গড় দরপত্র এর সংখ্যা
০-২৫ কোটি	৪৫৩,৯০৫	৯৯.৬২%	৭৮.৬৪%	১৯.৩১%	২২.৬৯
২৬-৫০ কোটি	১,২৩১	০.২৭%	১০.১১%	১১.৭০%	৩.৮৮
৫১-৭৫ কোটি	২৫৮	০.০৬%	৩.৯৬%	৯.৩০%	৩.৪১
৭৬-১০০ কোটি	১৫৭	০.০৩%	৩.৩৬%	৭.৬৪%	৩.৬২
১০০+ কোটি	৮২	০.০২%	৩.৯২%	৭.৩২%	৪.০৭

- ই-ক্রয়ের মাধ্যমে যতো কেনাকাটা হয় তার ৯৯ ভাগের বেশি কাজের চুক্তিমূল্য ২৫ কোটি টাকার নিচে,
- ২৬ থেকে ৫০ কোটি টাকার দরপত্র সংখ্যা ১২৩১টি, যদিও এসব কাজের মূল্য মোট চুক্তিমূল্যের ১০%
- ৭৬ থেকে ১০০ কোটি টাকার দরপত্রের সংখ্যা ১৫৭টি
- শতকোটি টাকার বেশি কাজের সংখ্যা মাত্র ৮২টি

ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী ই-ক্রয় বন্টন

- সরকারি ই-ক্রয়কার্যের ৯৬ ভাগের বেশি কেনাকাটা হয় দুটি ক্রয় পদ্ধতিতে। এর একটি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি, অন্যটি সীমিত দরপত্র পদ্ধতি।
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ৫৩ ভাগ কেনাকাটা হয়েছে
- ৪৩ ভাগ কেনাকাটা হচ্ছে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে।

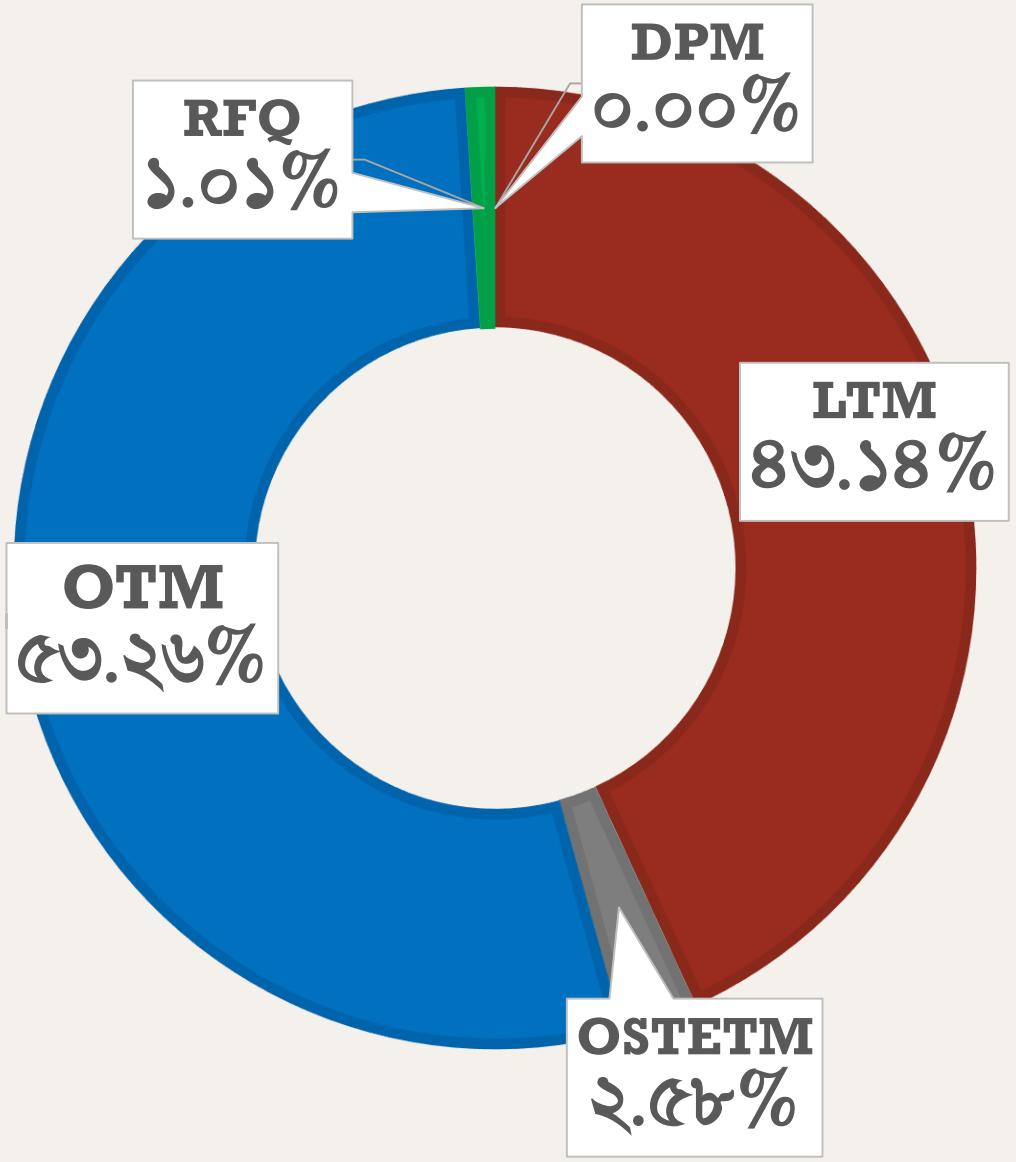

বাজার দখল

বছরওয়ারি কাজের হিস্যা শীর্ষ ৫% এবং সর্বনিম্ন ১০% ঠিকাদার

- শীর্ষ ৫% ঠিকাদারের কাজের হিস্যা প্রতি বছরই বাড়ছে।
- গড়ে ৩০ ভাগের বেশি কাজ পাচ্ছে এসব বড় ঠিকাদার
- নিচের দিকে থাকা ১০% ঠিকাদার পাচ্ছে মাত্র ২ থেকে ৩ ভাগ কাজ।

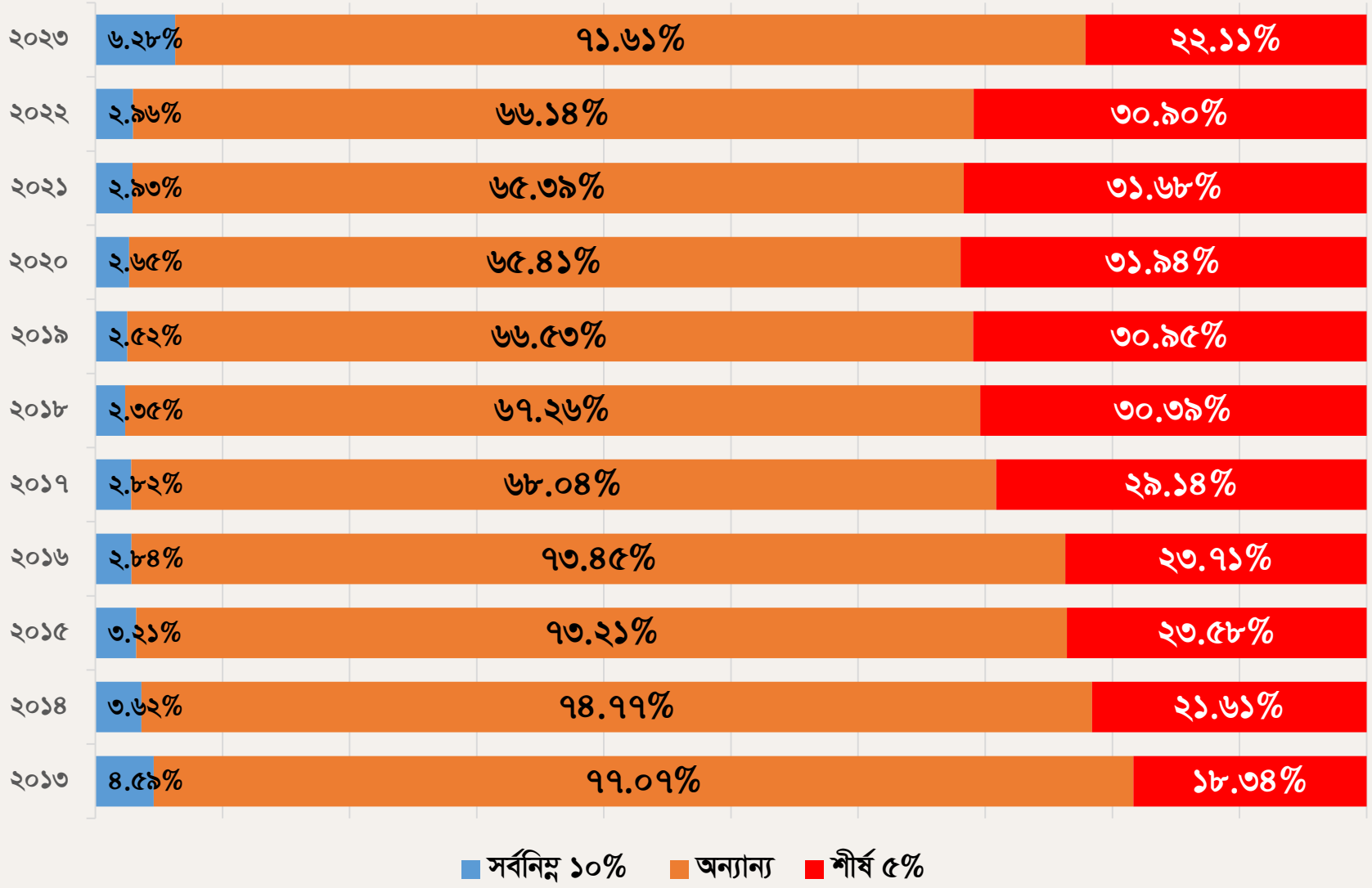

কেনাকাটার পদ্ধতি অনুযায়ী দরপত্র পড়ার গড়

৩.৫৩

উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র জমার গড়

৪৭.৭৫

সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র জমা পড়ার গড়

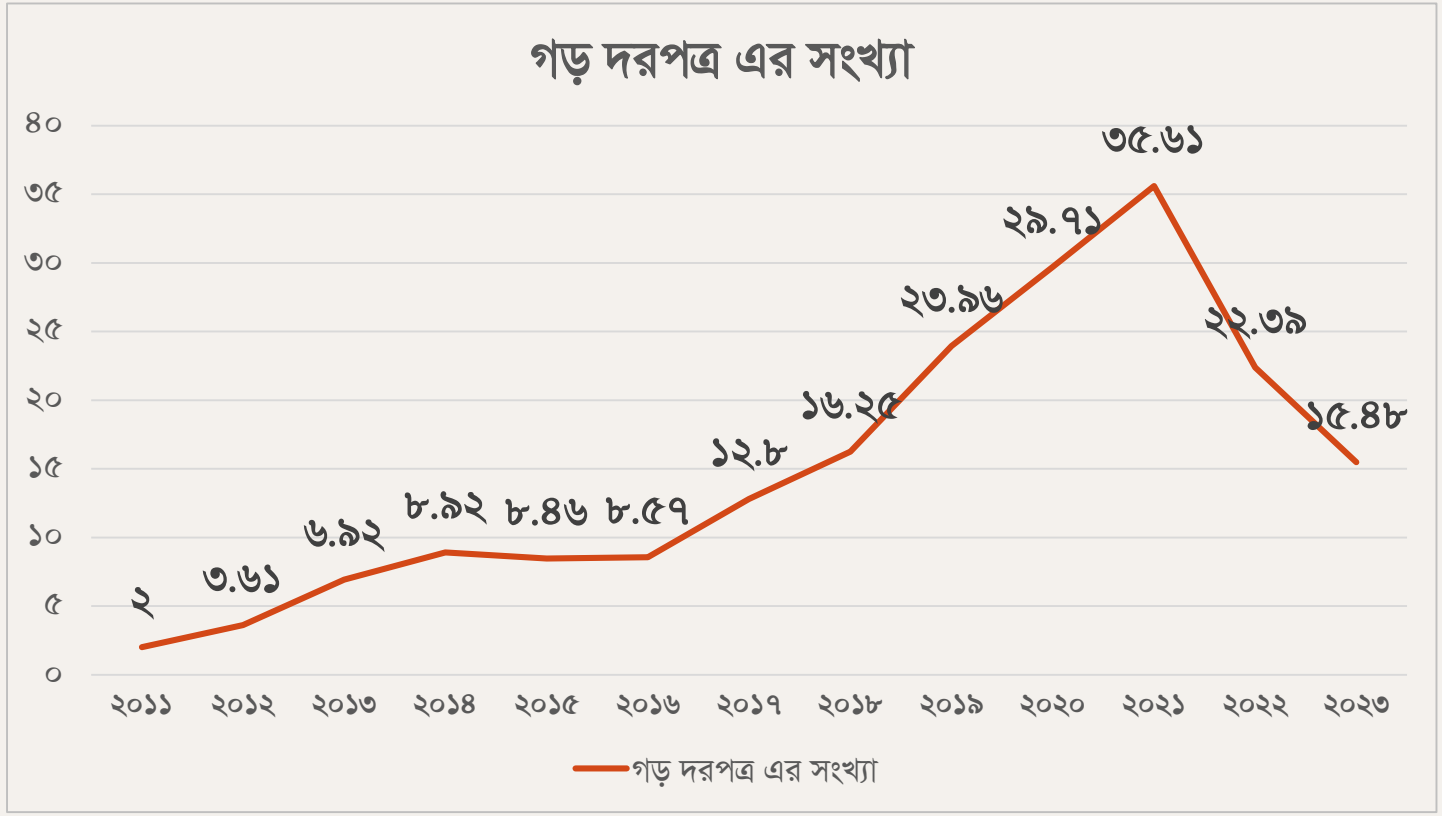

- ২০১৬ সাল থেকেই বছরওয়ারি দরপত্র জমা পড়ার গড় হার বেড়েছে ২০২১ সাল পর্যন্ত।
- প্রতি টেন্ডারের বিপরীতে গড় দরপত্র সর্বোচ্চ ৩৫ এ পৌঁছায় ২০২১ এ।
- কিন্তু উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র জমা পড়ার গড় মাত্র সাড়ে তিন।
- সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র জমা পড়ার গড় হার সবচে বেশি ৪৭.৭৫।
- অর্থাৎ সীমিত দরপত্র পদ্ধতি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির চাইতে বেশি জনপ্রিয়

কেনাকাটার পদ্ধতি অনুযায়ী দরপত্র পড়ার গড়

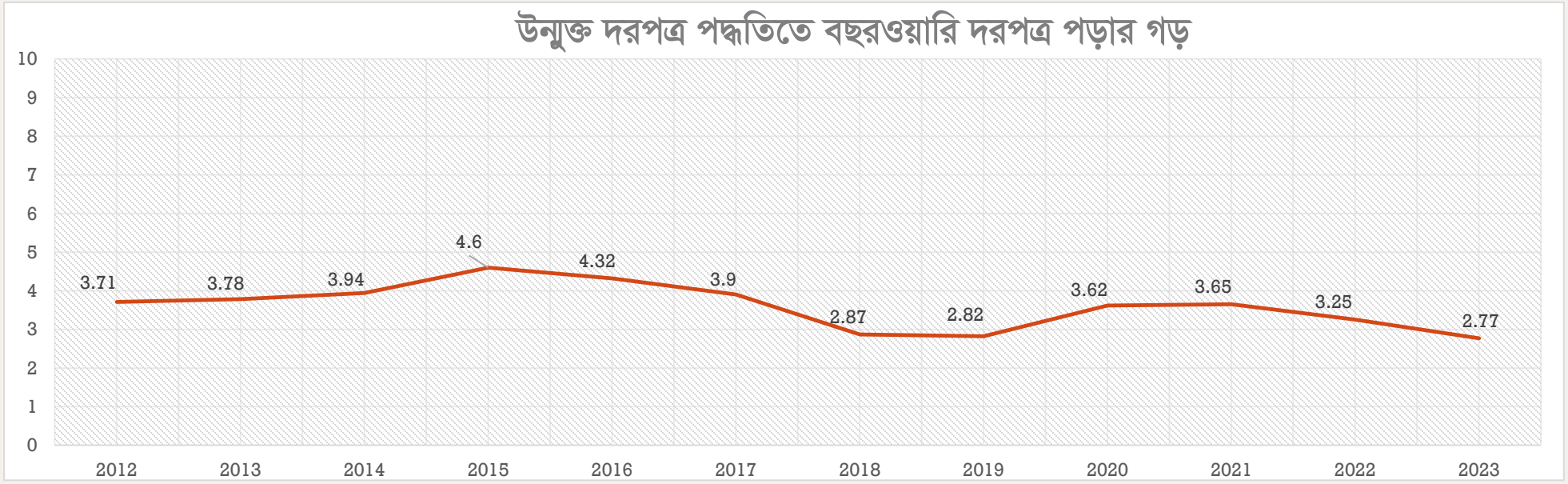

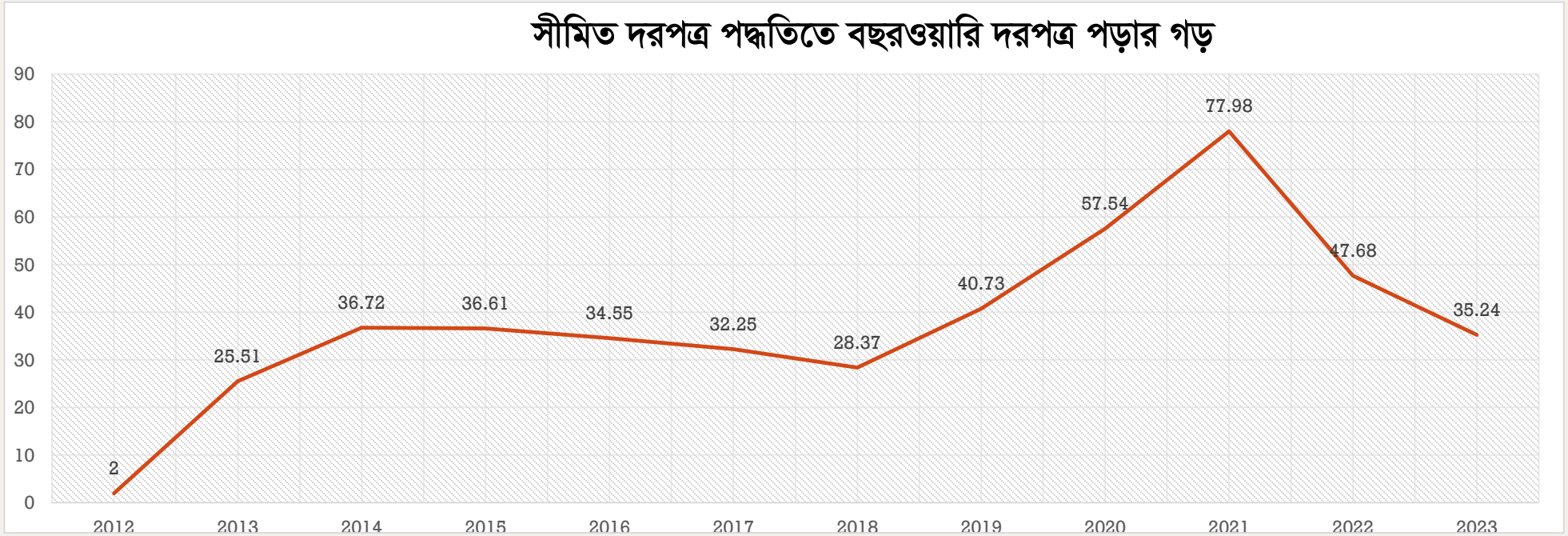

সীমিত দরপত্র পদ্ধতি
কাজের ধরন

কাজের সংখ্যাঃ	১৯৬,৫৬৩
সর্বমোট চুক্তিমূল্যঃ	৫৯,১০০ কোটি টাকা
সর্বোচ্চ চুক্তিমূল্যঃ	৩.৩১ কোটি টাকা
সর্বনিম্ন চুক্তিমূল্যঃ	৫,৮৫০ টাকা

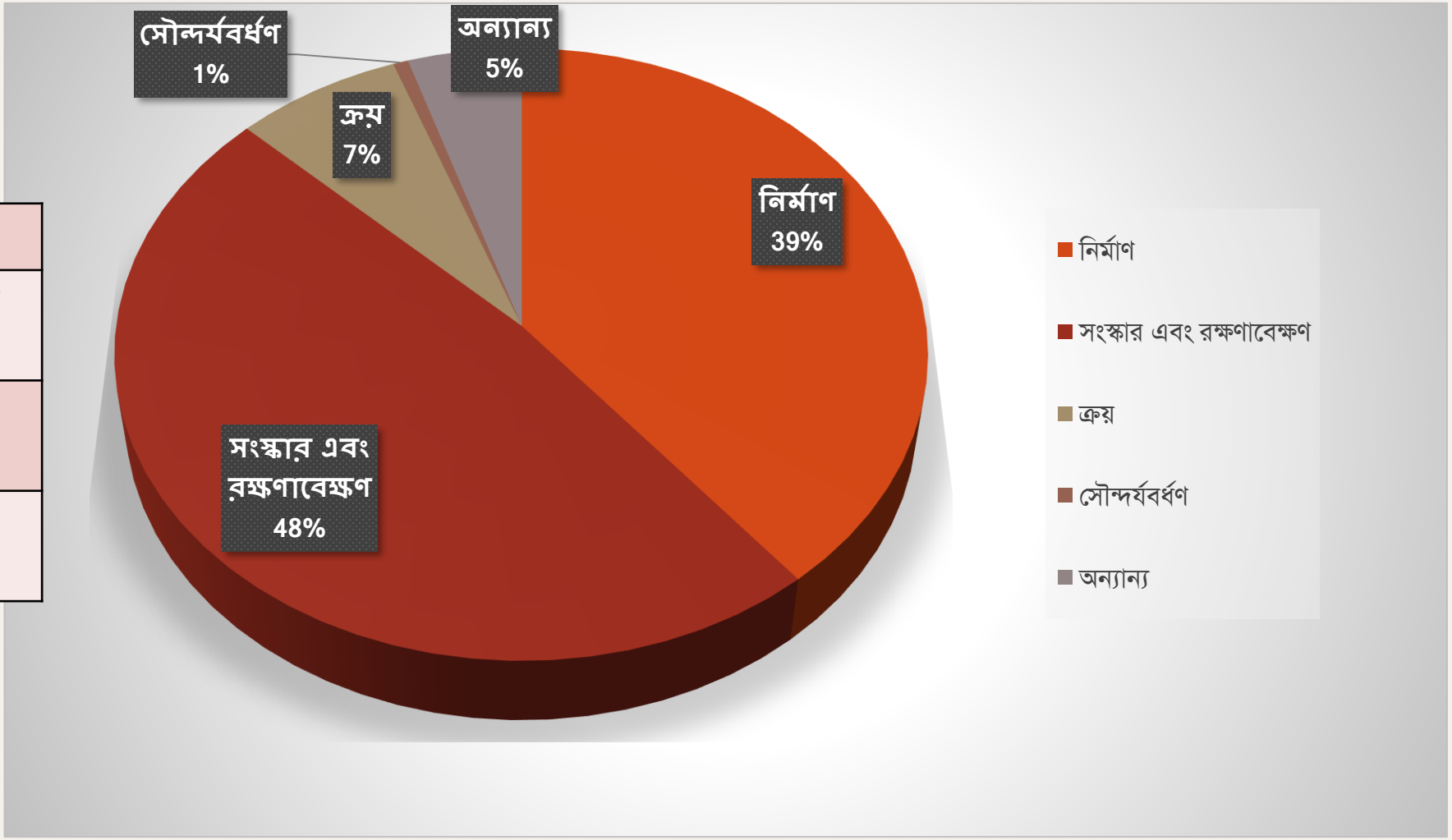

দরপত্র কম পড়ার প্রবণতা

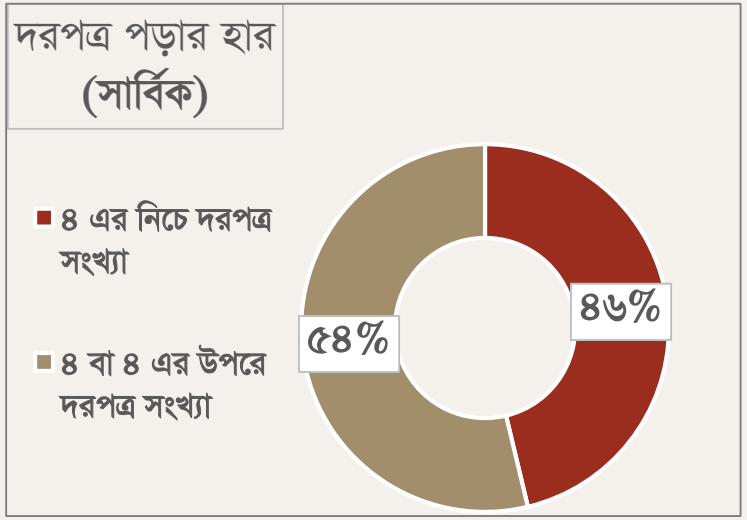

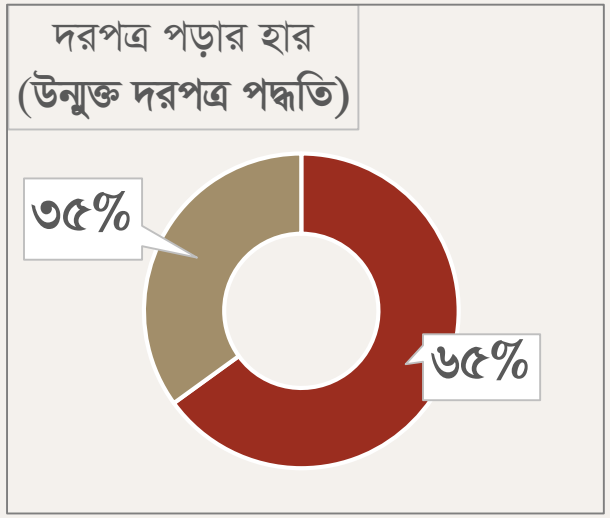

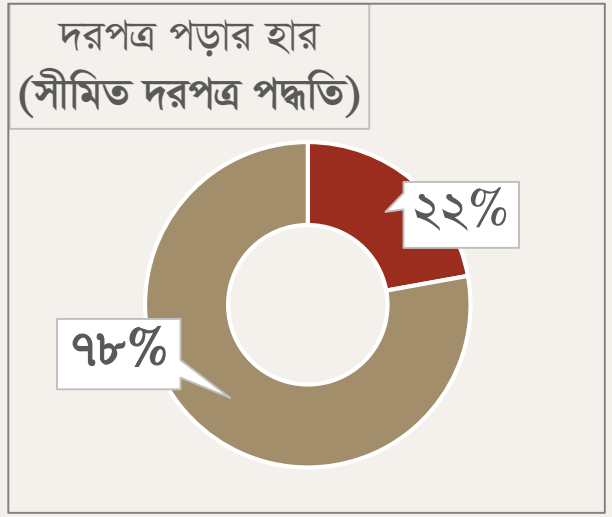

- বিশ্বব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী, একটি স্বচ্ছ ক্রয় কার্যক্রমের জন্য কমপক্ষে ৪টি দরপত্র জমা পড়া উচিত।
  ['Red Flags of Corruption' in World Bank Projects: An Analysis of Infrastructure Contracts by Charles Kenny and Maria Musatova]
- এক্ষেত্রে ই-ক্রয় কার্যক্রমে ৪ এর নিচে দরপত্র পড়ে **৪৬ ভাগ** ক্ষেত্রে
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এ হার **৬৫ ভাগ**।

সংখ্যাভিত্তিক দরপত্র পড়ার হার

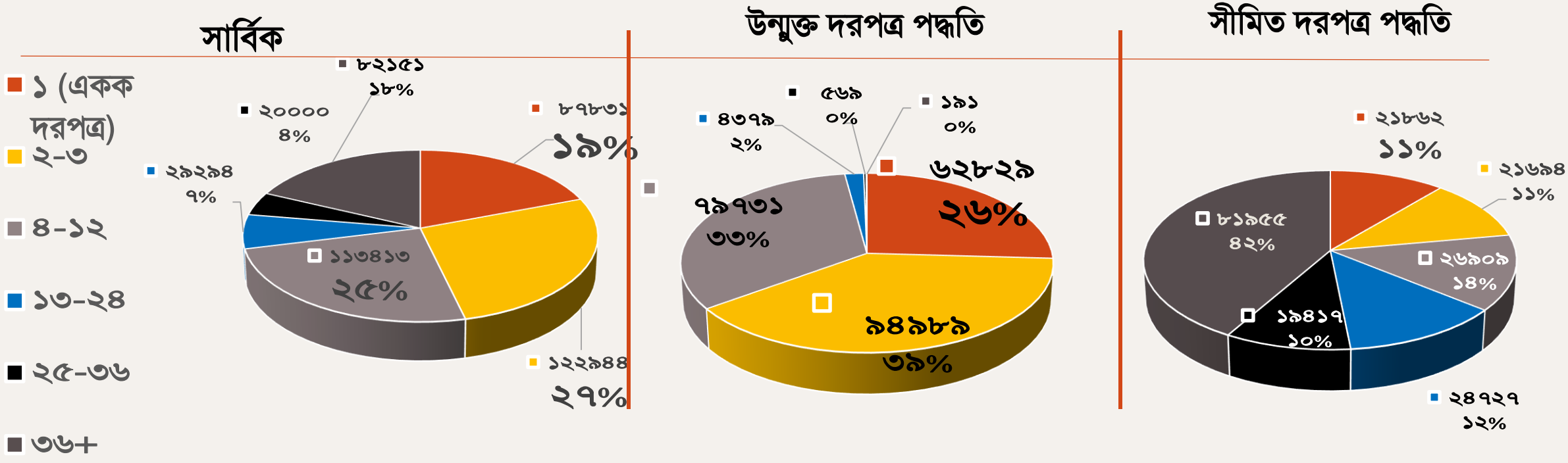

- সার্বিকভাবে, **১৯%** ক্ষেত্রে দরপত্র পড়েছে মাত্র একটি। অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি দরপত্রের একটি একক দরপত্রের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এই হার **২৬%**। অর্থাৎ প্রতি চারটির একটিই একক দরপত্র।
- সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে এই হার মাত্র **১১%**।

ঠিকাদারের অবস্থান ভেদে কার্যাদেশ

- ই-ক্রয় কার্যের ৭০% -ই পাচ্ছেন স্থানীয় ঠিকাদাররা।
- মাত্র ৩০% কাজ পাচ্ছেন স্থানীয় নন এমন ঠিকাদার।
- দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ঠিকাদারের আধিপত্য ইঙ্গিত করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য যোগসাজশ এবং গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান।

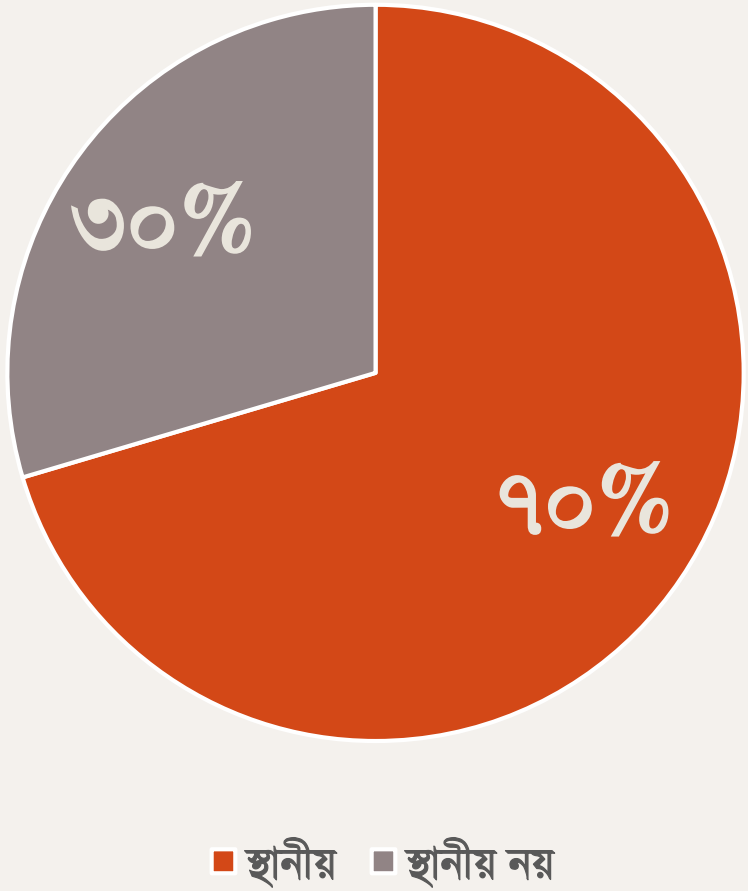

একটি ক্রয়কারি প্রতিষ্ঠানের সবচে বেশি কাজ পাওয়া শীর্ষ ১০ ঠিকাদার

(কমপক্ষে ২০টি কার্যাদেশ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	চুক্তির শতকরা হার	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	হোসেনাবাদ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ	২৫(২৫)*	মেসার্স খালেক এন্টারপ্রাইজ	১০০.০০%	১.১৬
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	চুয়াডাঙ্গা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ	২২(২১)	মেসার্স ঢাকা মেটাল অ্যান্ড মেশিনারিজ স্টোর	৯৫.৬৫%	০.৭১
স্থানীয় সরকার বিভাগ	শ্রীমঙ্গল পৌরসভা	২১(২০)	আবু বকর আহমেদ অ্যান্ড সন্স	৯৫.৪৫%	৩.৬৭
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	এলআরআই কুমিল্লা	২৪(২২)	বাংলাদেশ সায়েন্স হাউজ	৯২.৩১%	৩২.৯
বিদ্যুৎ বিভাগ	নির্বাহী প্রকোশলী(পরিচালন), চাঁদপুর ১৫০ এমডব্লিউ সিসিপিপি	২৭(২৪)	মেসার্স শরীফ ব্রাদার্স	৯০.০০%	২.৯৩
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ	২৯(২৫)	মেসার্স ঢাকা মেটাল অ্যান্ড মেশিনারিজ স্টোর	৮৭.৮৮%	০.৯৪
স্থানীয় সরকার বিভাগ	উপজেলা পরিষদ, গদগাড়ি, রাজশাহী	৩৩(২৫)	মেসার্স সনিয়া এন্টারপ্রাইজ	৭৬.৭৪%	২.৪৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-১, বিপিডিবি, সিলেট	৫৩(৪০)	মেসার্স হাই অ্যান্ড কো	৭৫.৭১%	৪.৪৪
বিদ্যুৎ বিভাগ	বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-৫, বিপিডিবি, সিলেট	৭৬(৫৫)	মেসার্স হাই অ্যান্ড কো	৭২.৩৮%	৪.৪২
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	টাঙ্গাইল বন বিভাগ	২২(১৭)	মেসার্স এম আর এন্টারপ্রাইজ	৭০.৯৭%	২.৫৫

* ব্র্যাকেটে নির্দিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে একই ঠিকাদারের কাজ প্রাপ্তির সংখ্যা

একটি ক্রয়কারি প্রতিষ্ঠানের সবচে বেশি কাজ পাওয়া শীর্ষ ১০ ঠিকাদার

(কমপক্ষে ২০টি কার্যাদেশ)

ক্রম মোট চুক্তিমূল্যের ভিত্তিতে (মোট কার্যাদেশের ৬০% পর্যন্ত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	চুক্তির শতকরা হার	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	এলআরআই কুমিল্লা	২৪(২২)*	বাংলাদেশ সায়েন্স হাউজ	৯২.৩১%	৩২.৯
বিদ্যুৎ বিভাগ	বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-৪, বিপিডিবি, সিলেট	৫৪(৩৫)	মেসার্স হাই অ্যান্ড কো	৬৪.২৯%	৪.৯৯
বিদ্যুৎ বিভাগ	বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-১, বিপিডিবি, সিলেট	৫৩(৪০)	মেসার্স হাই অ্যান্ড কো	৭৫.৭১%	৪.৪৪
বিদ্যুৎ বিভাগ	বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-৫, বিপিডিবি, সিলেট	৭৬(৫৫)	মেসার্স হাই অ্যান্ড কো	৭২.৩৮%	৪.৪২
বিদ্যুৎ বিভাগ	বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-৩, বিপিডিবি, সিলেট	৬৭(৪৪)	মেসার্স হাই অ্যান্ড কো	৬৫.০৫%	৪.৩৭
স্থানীয় সরকার বিভাগ	ঝালকাঠি পৌরসভা	২৩(১৬)	মেসার্স হীরামন সার্ভিস নেটওয়ার্ক	৬৩.৮৯%	৪.২৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ	শ্রীমঙ্গল পৌরসভা	২১(২০)	আবু বকর আহমেদ অ্যান্ড সনস	৯৫.৪৫%	৩.৬৭
বিদ্যুৎ বিভাগ	নির্বাহী প্রকোশলী(পরিচালন), চাঁদপুর ১৫০ এমডব্লিউ সিসিপিপি	২৭(২৫)	মেসার্স শরীফ ব্রাদার্স	৯০.০০%	২.৯৩
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	প্রশাসন এবং প্রতিস্থাপনা বিভাগ	৫০(৩৫)	মেসার্স মীর ব্রাদার্স	৬৯.৪৪%	২.৯৩
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	ঠাকুরগাও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	৩১(২০)	মেসার্স সমির দত্ত	৬৪.৫৮%	২.৮১

* ব্র্যাকেটে নির্দিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে একই ঠিকাদারের কাজ প্রাপ্তির সংখ্যা

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

বছরওয়ারি একক দরপত্র

৯২ টি ক্রয়কারি প্রতিষ্ঠানে একক দরপত্র পড়ার হার ৭৫ ভাগের বেশি (কমপক্ষে ১০টি কার্যাদেশ)

৪১৬ টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ৭৫% কাজ পেয়েছে একক দরপত্রের মাধ্যমে

৬০,০৬৯ কোটি টাকার কার্যাদেশ দেয়া হয়েছ একক দরপত্রের মাধ্যমে

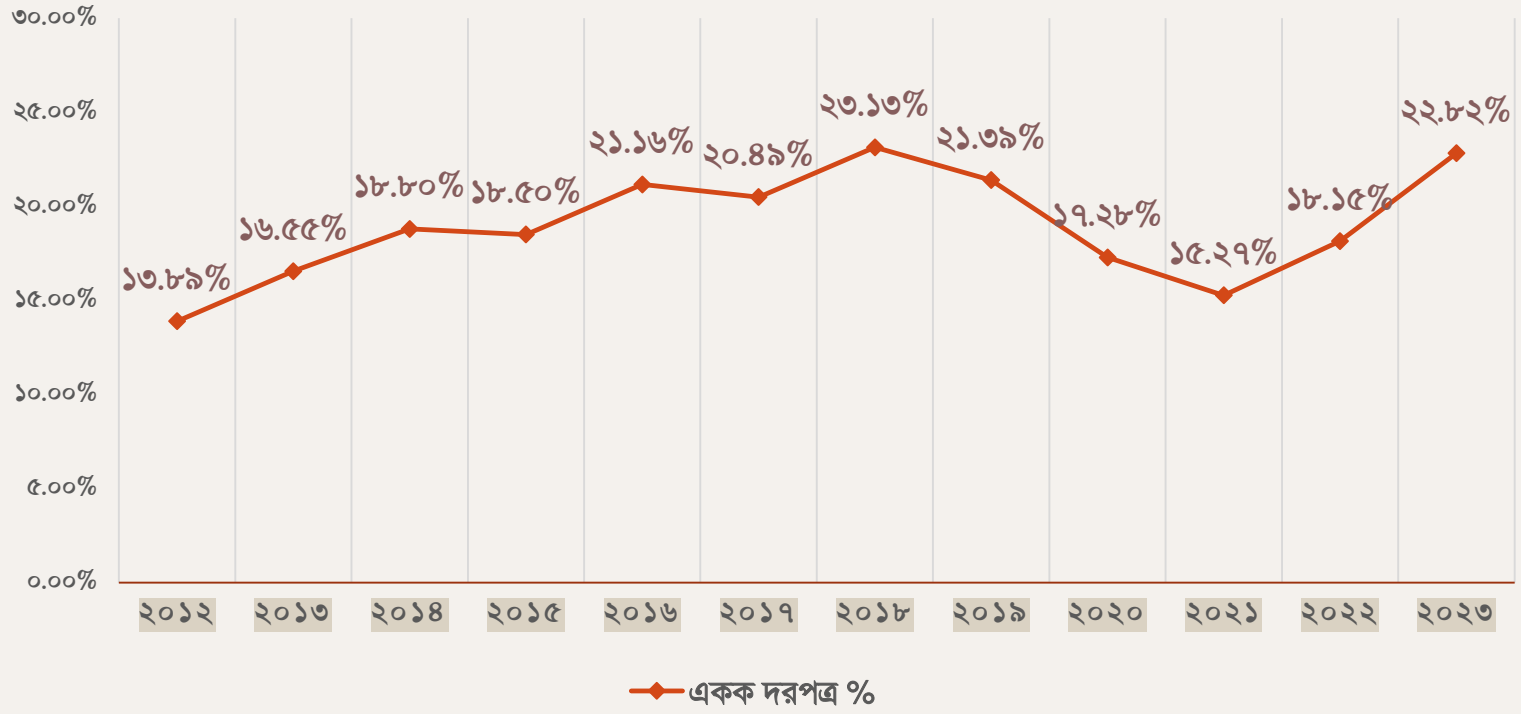

- ২০২১ সালের পর থেকে একক দরপত্র পড়ার হার আবারো বাড়ছে
- একক দরপত্র পড়ার হার সর্বোচ্চ ছিলো ২০১৮ সালে ২৩.১৩%,
- করোনো সময়কালে একক দরপত্র পড়ার হার কমেছিলো
- ২০২৩ এর প্রথম তিনমাসের হিসেবে এই হার প্রায় করোনা পূর্বের অবস্থার কাছাকাছি চলে গিয়েছে।

কাজের ধরন অনুযায়ী একক দরপত্র

কাজের ধরণ	কাজের সংখ্যা	একক দরপত্র শতকরা হার	গড় দরপত্র এর সংখ্যা	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্রের সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)
কাজ	৩৯১৭৬১	১৮.৪২%	২৫.৭৩	৩৬৩১৯৪.৪৩	৫৪৭২৬.৮১
পণ্য	৬৩৮৭২	২৪.৫৫%	৩.৫৪	৩৭২১০.৫৯	৫৩৪১.৯৩

- কাজের ক্ষেত্রে একক দরপত্র পড়ার হার ১৮.৪২%, একক দরপত্রের ভিত্তিতে পাওয়া কার্যাদেশের চুক্তিমূল্য ৫৪হাজার ৭২৬ কোটি টাকা
- পণ্য কেনায় একক দরপত্র ২৪ ভাগের বেশি।

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

কাজ ও পণ্য কেনায় একক দরপত্র পড়ার হার

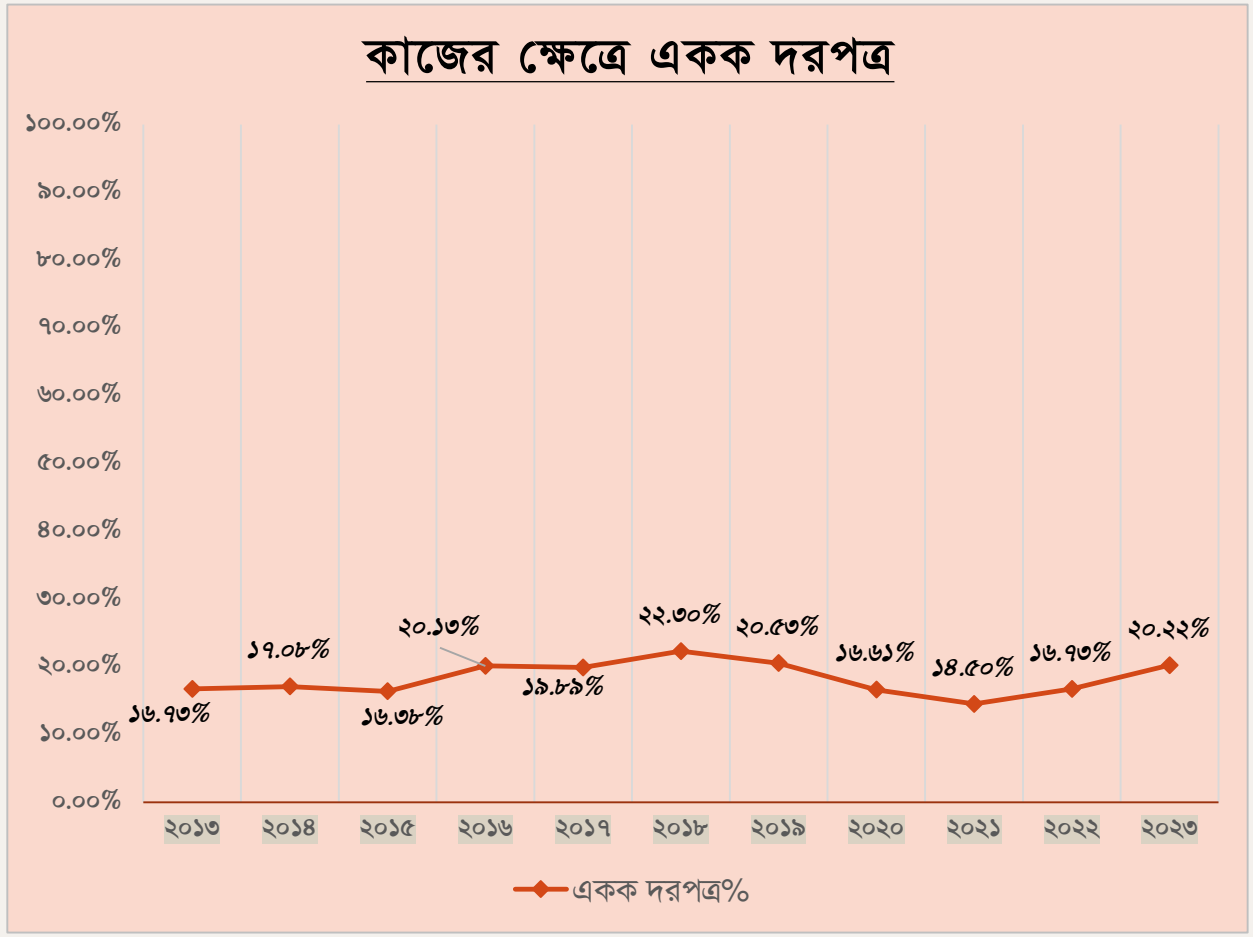

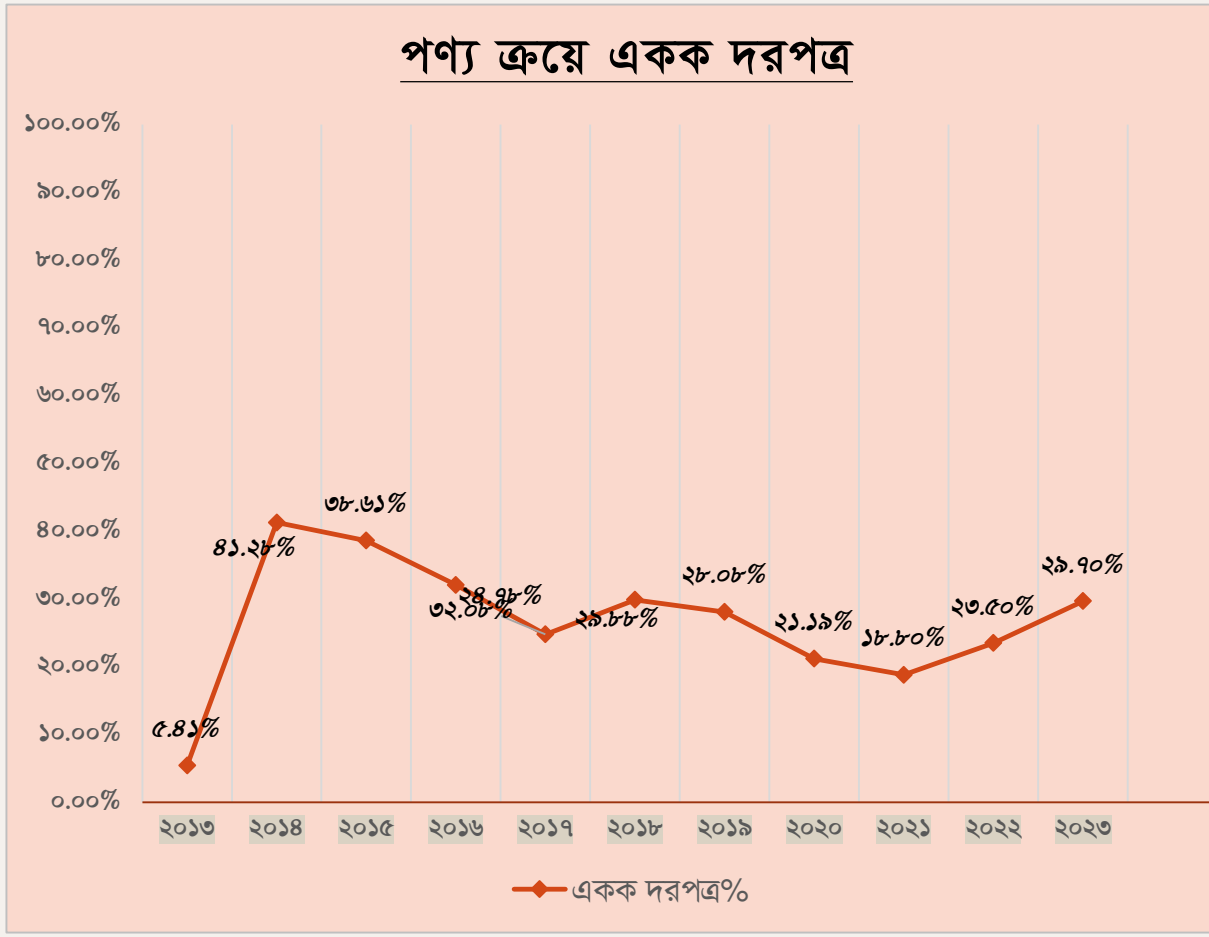

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

একক দরপত্র প্রবণ শীর্ষ ১০ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান

কমপক্ষে ১০টি কাজ

একক দরপত্রের শতকরা হার অনুযায়ী

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	একক দরপত্র শতকরা হার	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্রের সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)
উপজেলা প্রকৌশলী অফিস, নোয়াখালি সদর, নোয়াখালি	১৫৪	১০০.০০%	১২.০৯	১২.০৯
বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-৫, বিপিডিবি, হবিগঞ্জ	৩৯	১০০.০০%	১.৪৪	১.৪৪
সোনাইমুরি পৌরসভা	২৯	১০০.০০%	২.২	২.২০
বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-৫,পাথরঘাটা, বিপিডিবি, চট্টগ্রাম	২২	১০০.০০%	০.৫৩	০.৫৩
মাধবদী পৌরসভা	১৩	১০০.০০%	৭.৭৩	৭.৭৩
গৌড়নদী পৌরসভা,বরিশাল	১১	১০০.০০%	১৫.১৪	১৫.১৪
গৌড়নদী পৌরসভা,বরিশাল	১০	১০০.০০%	২.৪৫	২.৪৫
ওয়ার্কশপ বিভাগ,ফেনী	২০২	৯৯.৫০%	১০.৭৭	১০.৭৪
বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-৫, বিপিডিবি, সিলেট	১০৫	৯৯.০৫%	৫.৬৬	৫.৬২
বিক্রয় ও বিপণন বিভাগ-৩, সিলেট	১০৩	৯৯.০৩%	৬.১৭	৬.১০

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

একক দরপত্র প্রবণ শীর্ষ ১০ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান

ক্রম চুক্তিমূল্যের ভিত্তিতে(কমপক্ষে ৬০ শতাংশ দরপত্র বিবেচনায়)

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	একক দরপত্র শতকরা হার	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্রের সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)
কুমিল্লা পিডব্লিউডি বিভাগ	১০৭৫	৬৫.৬৭%	৮৪১.৩১	৩৭৯.৬১
প্রকল্প পরিচালক ডিএসসিসি-আইইউআরআইডিএস	৬৬	৬৬.৬৭%	৬৯৪.৩৬	৪৯৬.০৬
নারায়ণগঞ্জ পিডব্লিউডি বিভাগ	৬৬৬	৮৯.৪৯%	৫৯৫.৫৪	৩২৪.৭৮
নির্বাহী প্রকৌশলী অফিস, নোয়াখালি জোন	৭৫১	৮০.৫৬%	৪৮০.১৭	৩৮৩.০৬
পিডব্লিউডি উড ওয়ার্কশপ বিভাগ	১০৮৫	৭৩.৩৬%	৪১৬.৯৯	২৩৮.৯৭
প্রকল্প পরিচালক ডিএসসিসি-এনডিডিএমপি	৩২	৮৪.৩৮%	৪১১.৩৮	৩৪৫.৩৮
প্রকল্প পরিচালক ডিএসসিসি-আরডিআরআইডিএফ	৪৬	৭৮.২৬%	৩৭০.৭১	৩০২.৯৪
পিডব্লিউডি ইএম ওয়ার্কশপ বিভাগ	১০৯০	৭৪.৪০%	৩২৯.৩৬	১৮৪.৮২
নির্বাহী প্রকৌশলী – এমসিসি ডিএসসিসি	১৯	৮৯.৪৭%	২৯৪.৮৬	২৬১.১৮
নির্বাহী প্রকৌশলী- জোন ৪	১২৯	৬৪.৩৪%	২৭৬.৭৮	১৮৩.৮৫

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

একক দরপত্র প্রাপ্তিতে শীর্ষ ১০ ঠিকাদার

একক দরপত্রের শতকরা হার অনুযায়ী(কমপক্ষে বিশটি কার্যাদেশ প্রাপ্তি)

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	একক দরপত্র শতকরা হার	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্রের সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)
মেসার্স ইকবাল এন্টারপ্রাইজ	২১	১০০.০০%	১.৯৮	১.৯৮
মেসার্স কাপাশিয়া কন্সট্রাকশন	২৫	১০০.০০%	০.৭৫	০.৭৫
মেসার্স আকবর অ্যান্ড সনস	৩৩	১০০.০০%	১.৩৭	১.৩৭
মেসার্স নোমান এন্টারপ্রাইজ	৩১	১০০.০০%	১.৪৮	১.৪৮
মেসার্স নুপুর এন্টারপ্রাইজ	৪৬৮	৯৯.১৫%	২৪.৯৮	২৪.৮০
মেসার্স বাবুল এন্টারপ্রাইজ	৭৩	৯৮.৬৩%	৩.৭৮	৩.৭৩
মেসার্স এন এম এন্টারপ্রাইজ	৫৬	৯৮.২১%	৪.৬	৪.৫৬
মেসার্স শাহাবুদ্দিন এন্টারপ্রাইজ	৫১	৯৮.০৪%	১.৩২	০.৯৬
মেসার্স ত্বহা কনস্ট্রাকশন	৩৮	৯৭.৩৭%	০.৮৫	০.৮২
হাজারা অ্যান্ড সনস	৩৪	৯৭.০৬%	১.৩	১.২৭

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

একক দরপত্র প্রাপ্তিতে শীর্ষ ১০ ঠিকাদার

একক দরপত্রের চুক্তিমূল্য অনুযায়ী(কমপক্ষে ৬০% কার্যাদেশ প্রাপ্তি বিবেচনায়)

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	একক দরপত্র শতকরা হার	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্রের সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)
ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্যাকচার লিমিটেড	৩৯	৬৯.২৩%	৫৮৬.৭৩	২১৯.৪৫
নাভানা লিমিটেড	১৫২	৮৯.৪৭%	২১৯.৪২	১৮৯.১২
মেসার্স আহসান এন্টারপ্রাইজ	১৪৭	৬১.৯০%	১৭৫.৬২	১৪৫.৭৩
ক্রিয়েটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড	১৬৪	৬৭.০৭%	২১৪.০৫	১২৬.২০
র‍্যাংগস লিমিটেড	১১০	৬৪.৫৫%	৬১৮.২৯	১১৭.৭৮
মেসার্স এন্ট্রারপ্রাইজ	১২৭	৮৫.০৪%	১১৭.৮৫	১০৩.৪৮
মেসার্স ফন ইন্টারন্যশনাল	১৮	৭৭.৭৮%	১৫১.৪	১০৩.০৪
মেসার্স বকশি এন্টারপ্রাইজ	৯৮	৬৭.৩৫%	১০৭.৯৩	৭৮.৮৪
মেসার্স ভূঁইয়া বিল্ডার্স	১০৬	৬০.৩৮%	১০৩.৩৬	৭৪.৮৩
মেসার্স টেলিখালি কন্সট্রাকশনস	৩৪	৭০.৫৯%	৯৮.৫৮	৭৪.৩২

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

একক দরপত্র প্রবণ শীর্ষ ১০ জেলা

- ফেনী ও নোয়াখালী সবচে বেশি একক দরপত্র প্রবণ জেলা, এই দুই জেলায় প্রতি ২টি কার্যাদেশের একটি একক দরপত্র
- এরপরেই রয়েছে কুমিল্লা ও নারায়নগঞ্জ, এই দুই জেলায় প্রতি তিনটির একটি কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে একক দরপত্রের মাধ্যমে
- এই তালিকায় ঢাকা জেলার অবস্থান পঞ্চম। একক দরপত্র পড়ার হার ২৮ ভাগের বেশি।

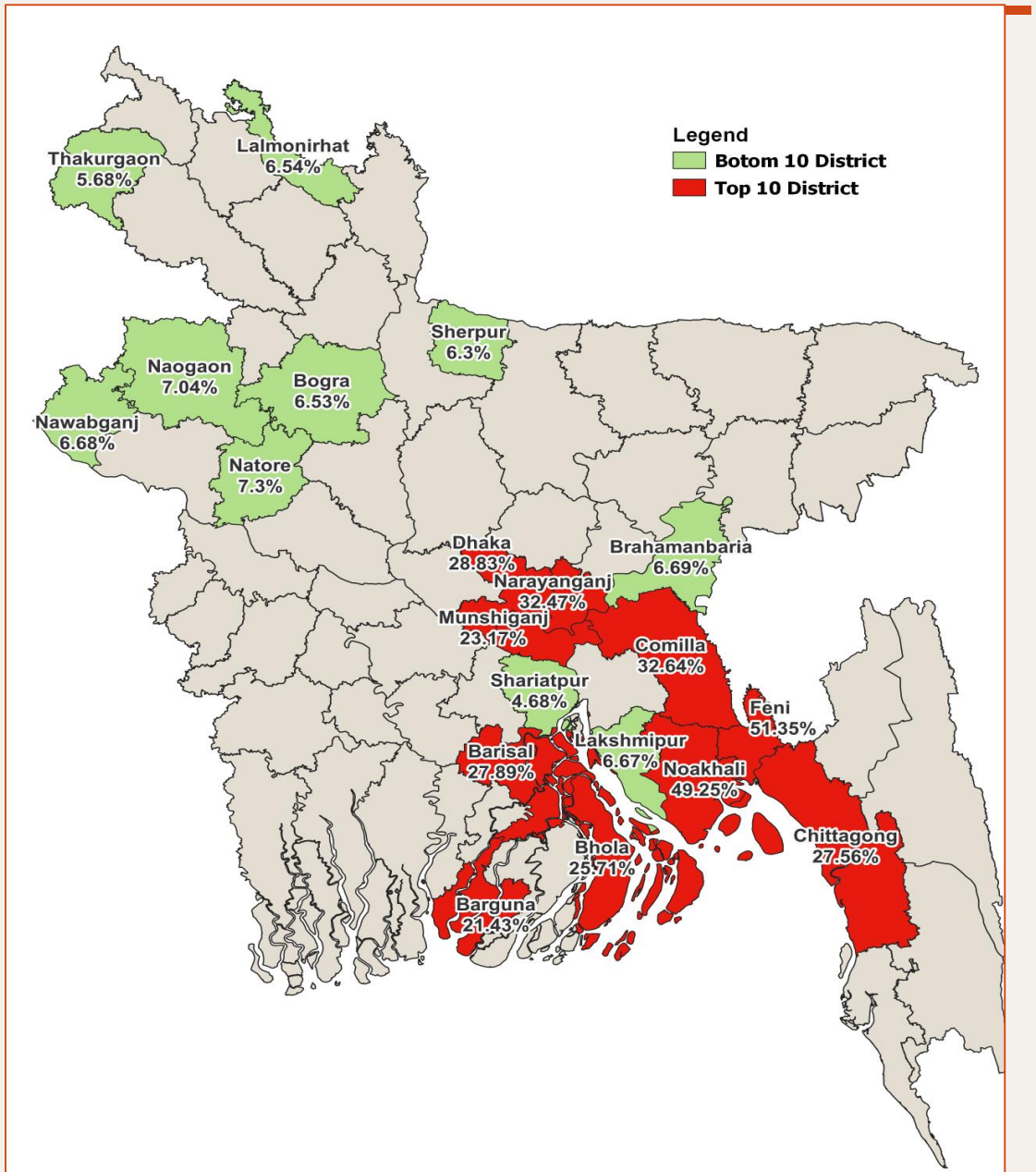

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

একক দরপত্র প্রবণতার সর্বনিম্ন ১০ জেলা

- জেলাগুলোর মধ্যে একক দরপত্র সবচে কম পড়ে শরিয়তপুরে, প্রায় ৫ ভাগের কম
- এরপরই রয়েছে ঠাকুরগাঁও এর অবস্থান। ৫.৬৮%।
- ছয়ভাগের বেশি একক দরপত্র পড়া জেলাগুলো হচ্ছে শেরপুর, বগুড়া, লালমনিরহাট, লক্ষীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- নওগাঁ, নাটোরে একক দরপত্র পড়ার হার ৭ ভাগের বেশি।

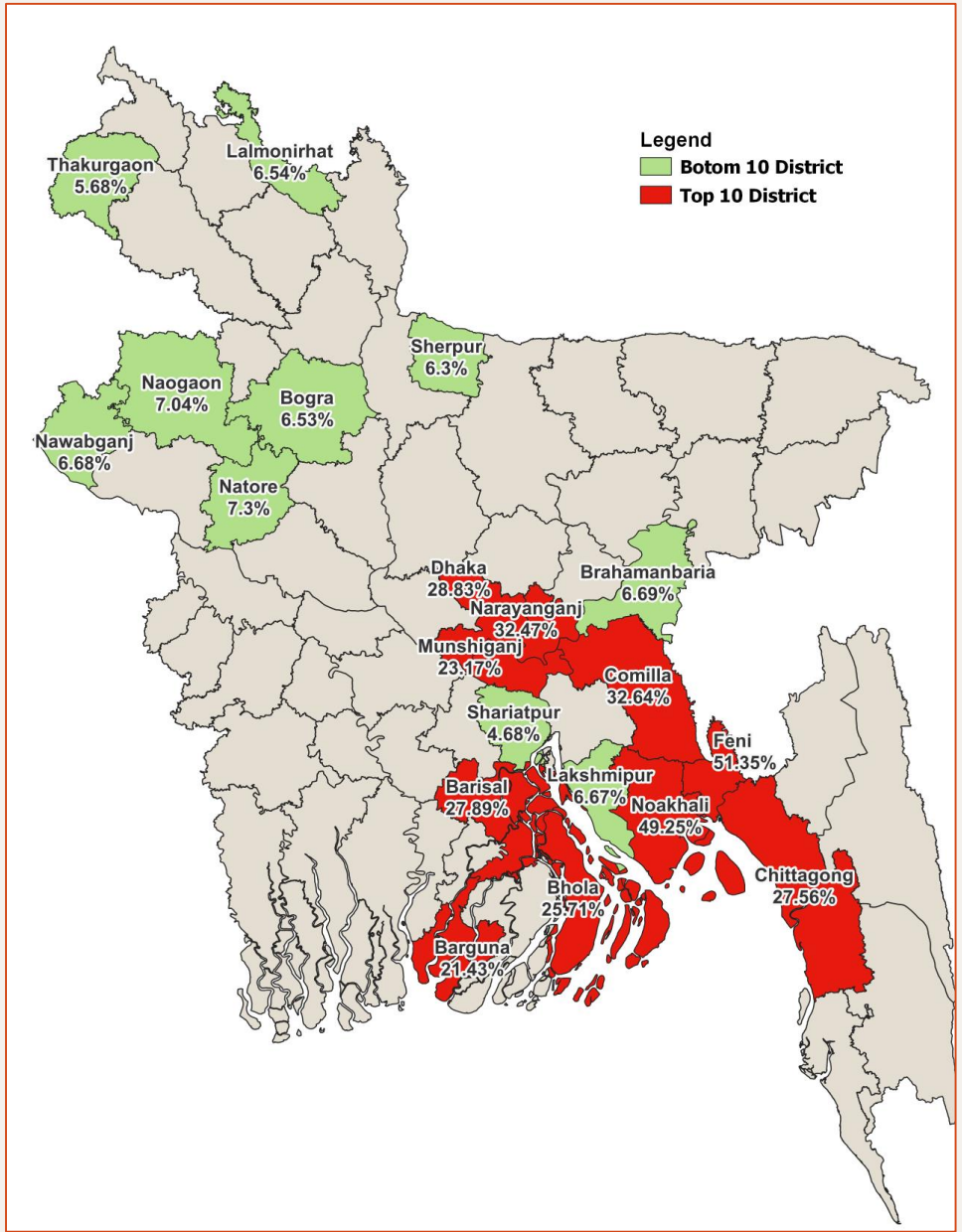

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

চুক্তিমূল্য অনুযায়ী শীর্ষ ৬ একক দরপত্র ভিত্তিক কার্যাদেশ

কার্যাদেশ	কার্যাদেশ মূল্য (কোটি টাকায়)	ঠিকাদার	ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ
আজিমপুর কলোনিতে ২টি বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ	১৭৬.১৯	পদ্মা এসোসিয়েটস এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লি:	আজিমপুর পিডব্লিউডি ডিভিশন, নিউমার্কেট ঢাকা
২০তলা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় বিজ্ঞাণ ভবন নির্মাণ	১৫৩.৬৭	মজিদ সন্স কন্সট্রাকশন লি.	প্রকল্প পরিচালক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১০তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন	১৩৭.৪২	এমজিসিএল-এমএনএইচসিএল(জেভি)	প্রকল্প অফিস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
এসইউভি জীপ ক্রয় (২০০০সিসি ২৭০০সিসি)	১২৬	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	পুলিশ সদরদফতর, বাংলাদেশ পুলিশ
১ টি ১২তলা ৩টি ১০ তলা এবং ১ টি ৮ তলা ভবন নির্মাণ, নাসিরাবাদ হাউজিং সোস্াইটি	১০৬.২১	এম. জামাল এন্ড কোম্পানি লিমিটেড	মেইটেন্যান্স সার্কেল, ঢাকা।
জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল- জামালপুর রোড(এন-ফোর) (সিএইচ ১০০+৫২০ টু ১১৫+ ৫২০) টাঙাইল সড়ক বিভাগ	১০১.৯৬	ওয়াহিদ কন্সট্রাকশন লি.	জামালপুর সার্কেল

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

সিটি কর্পোরেশনগুলোতে একক দরপত্র পড়ার হার

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্র শতকরা হার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	১৪৯৬	১৩০৪.৯১	৬২.৭০%
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	১৪৩১	৪৯৫৫.০৮	৫৫.২১%
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	১৬৬	৭০৭.৫৩	৪২.১৭%
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	৬৩৪	৩৪৬২.৬১	৩২.১৮%
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	২০৪	৭৬৪.৬৫	৩১.৩৭%
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	৩১৬	১৬২৮.৬৬	১৯.৯৪%
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	১৭০৩	৪৭৯০.৩৪	৮.২৮%
সিলেট সিটি কর্পোরেশন	৮২১	১৩৯৩.১৮	৭.৫৫%
খুলনা সিটি কর্পোরেশন	১৫৯৩	৯৮২.৭৭	৬.৯১%
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	১১৯	৩২৩.৯৭	৫.০৪%

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

একক দরপত্র পড়ায় শীর্ষ ১০ পৌরসভা

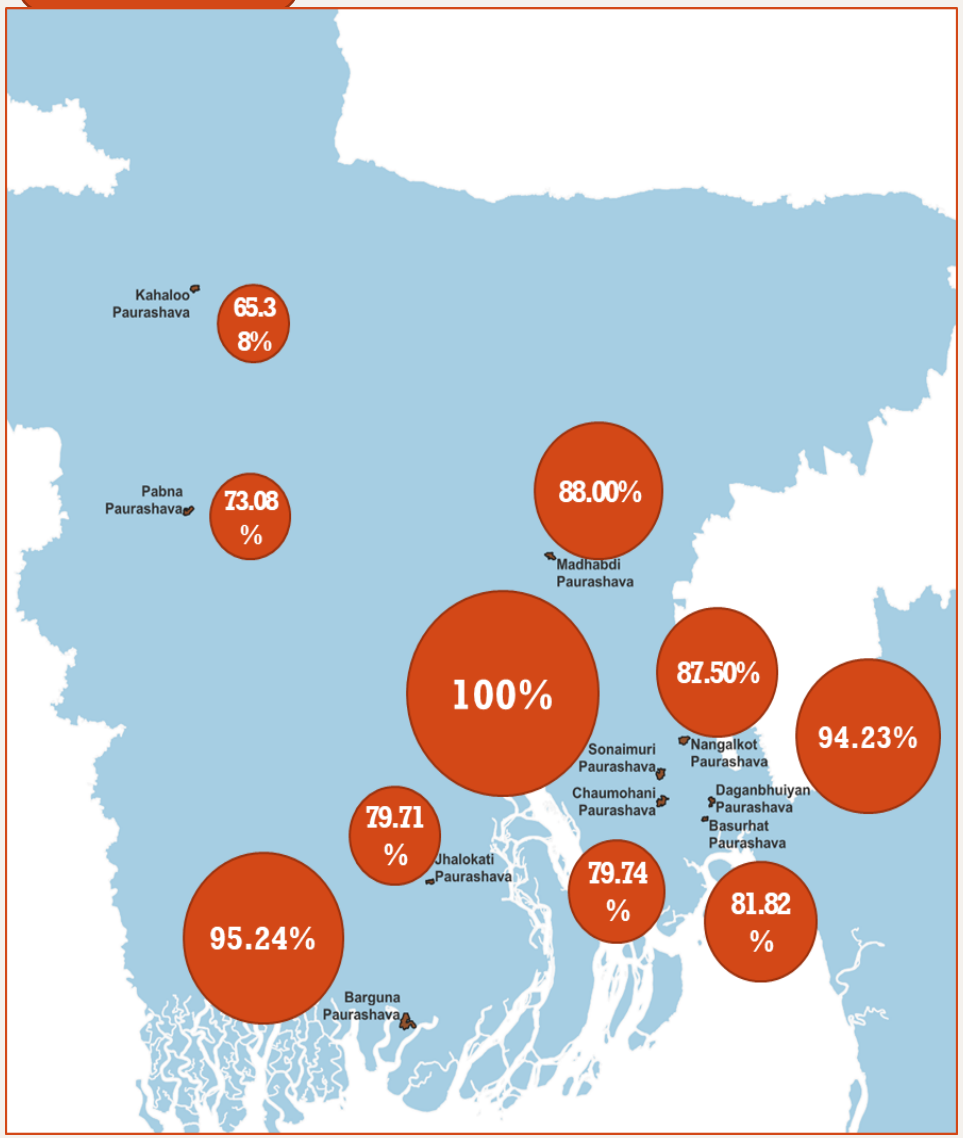

একক দরপত্রের শতকরা হার অনুযায়ী

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্র শতকরা হার
সোনাইমুরি পৌরসভা	২৯	২.২	১০০.০০%
বরগুনা পৌরসভা	২১	২১.৮১	৯৫.২৪%
দাগনভুইয়া পৌরসভা	৫২	৮.০৯	৯৪.২৩%
মাধবদী পৌরসভা	২৫	১১.৩৫	৮৮.০০%
নাঙ্গলকোট পৌরসভা	২৪	৪.১৮	৮৭.৫০%
বসুরহাট পৌরসভা	২২	৪.৮	৮১.৮২%
চৌমুহনি পৌরসভা	২২৭	৩৩.৪৬	৭৯.৭৪%
ঝালকাঠি পৌরসভা	৬৯	১৬.৪৯	৭৯.৭১%
পাবনা পৌরসভা	২৬	৯৪.০৫	৭৩.০৮%
কাহালু পৌরসভা	২৬	১.৫৩	৬৫.৩৮%

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

একক দরপত্র পড়ায় শীর্ষ ১০ পৌরসভা

ক্রম সর্বমোট চুক্তিমূল্য অনুযায়ী(৬০% একক দরপত্র হার)

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্র শতকরা হার
পাবনা পৌরসভা	২৬	৯৪.০৫	৭৩.০৮%
ঝিনাইদহ পৌরসভা	৩৫	৩৭.১	৬২.৮৬%
চৌমুহনি পৌরসভা	২২৭	৩৩.৪৬	৭৯.৭৪%
বরগুনা পৌরসভা	২১	২১.৮১	৯৫.২৪%
ঝালকাঠি পৌরসভা	৬৯	১৬.৪৯	৭৯.৭১%
মাধবদী পৌরসভা	২৫	১১.৩৫	৮৮.০০%
দাগনভুইয়া পৌরসভা	৫২	৮.০৯	৯৪.২৩%
বসুরহাট পৌরসভা	২২	৪.৮	৮১.৮২%
নাঙ্গলকোট পৌরসভা	২৪	৪.১৮	৮৭.৫০%
শ্রীমঙ্গল পৌরসভা	২২	৩.৭১	৬৩.৬৪%

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

একক দরপত্রে শীর্ষ ১০ ক্রয় অফিস

ক্রম চুক্তিমূল্য অনুযায়ী(কমপক্ষে ৬০% একক দরপত্রের হার বিবেচনা করা হয়েছে)

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্র শতকরা হার
ওয়ার্কশপ বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা	১৬৩১	৮৭.১৫	৯৮.৭১%
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা	৫৭৯	৭৪	৯৩.৪৪%
যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ঢাকা	৪৬৮	৪৫.২৫	৭৩.০৮%
ফেরি নির্মান বিভাগ, ঢাকা	৪৬৪	৩৮.৮৪	৮০.৩৯%
ফেরি রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ঢাকা	৭৩২	৩৭.৩৬	৮৭.৮৪%
ফেরি বিভাগ, বরিশাল	৭৮১	৩৬.৩৫	৯৬.৯৩%
ফেরি বিভাগ, পটুয়াখালি	৭৮৬	৩৪.২৯	৯০.২০%
ফেরি বিভাগ, খুলনা	৫০২	২৮.৫৪	৮৬.২৫%
ওয়ার্কশপ বিভাগ, চট্টগ্রাম	২৫৫	১২.৩২	৯২.৯৪%
ওয়ার্কশপ বিভাগ, ফেনী	১৯৮	১০.৭৩	৯৯.৪৯%

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

একক দরপত্রে শীর্ষ ১০ ক্রয় অফিস

ক্রম একক দরপত্র শতকরা হার অনুযায়ী(কমপক্ষে ২০টি কার্যাদেশ)

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্র শতকরা হার
নারায়ণগঞ্জ পিডব্লিউডি বিভাগ	৬৬৬	৫৯৫.৫৪	৮৯.৪৯%
চাঁদপুর পিডব্লিউডি বিভাগ	৫৭৪	২০০.৫৯	৮৩.৯৭%
পিডব্লিউডি সম্পদ বিভাগ, ঢাকা	৪৬৯	১৪২.৫৯	৮০.৮১%
পিডব্লিউডি ইএম বিভাগ-৯, ঢাকা	৪৮৯	৯৮.৯৫	৭৮.৫৩%
পিডব্লিউডি ইএম বিভাগ-৮, ঢাকা	১৭৩১	২২৭.৫৪	৭৫.৬৮%
পিডব্লিউডি ইএম ওয়ার্কশপ বিভাগ	১০৯০	৩২৯.৩৬	৭৪.৪০%
পিডব্লিউডি কাঠ ওয়ার্কশপ বিভাগ	১০৮৫	৪১৬.৯৯	৭৩.৩৬%
পিডব্লিউডি ইএম বিভাগ-১০, ঢাকা	৬৩২	১৬১.৯৯	৭২.৯৪%
কুমিল্লা পিডব্লিউডি বিভাগ	১০৭৫	৮৪১.৩১	৬৫.৬৭%
পিডব্লিউডি ইএম বিভাগ-৩, ঢাকা	৯৫৩	২৫৪.৭৩	৬৩.৯০%

একক দরপত্র বিশ্লেষণ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

একক দরপত্রে শীর্ষ ১০ ক্রয় অফিস

ক্রম চুক্তিমূল্য অনুযায়ী(কমপক্ষে ৬০% একক দরপত্রের হার বিবেচনা করা হয়েছে)

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্র শতকরা হার
কুমিল্লা পিডব্লিউডি বিভাগ	১০৭৫	৮৪১.৩১	৬৫.৬৭%
নারায়ণগঞ্জ পিডব্লিউডি বিভাগ	৬৬৬	৫৯৫.৫৪	৮৯.৪৯%
পিডব্লিউডি কাঠ ওয়ার্কশপ বিভাগ	১০৮৫	৪১৬.৯৯	৭৩.৩৬%
পিডব্লিউডি ইএম ওয়ার্কশপ বিভাগ	১০৯০	৩২৯.৩৬	৭৪.৪০%
পিডব্লিউডি ইএম বিভাগ-৩, ঢাকা	৯৫৩	২৫৪.৭৩	৬৩.৯০%
পিডব্লিউডি ইএম বিভাগ-৮, ঢাকা	১৭৩১	২২৭.৫৪	৭৫.৬৮%
গোপালগঞ্জ পিডব্লিউডি বিভাগ	৪৪৪	২০৯.৩৬	৬১.২৬%
চাঁদপুর পিডব্লিউডি বিভাগ	৫৭৪	২০০.৫৯	৮৩.৯৭%
নরসিংদী পিডব্লিউডি বিভাগ	৪৫১	১৬৯.৩৫	৬২.০৮%
পিডব্লিউডি ইএম বিভাগ-১০, ঢাকা	৬৩২	১৬১.৯৯	৭২.৯৪%

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

একক দরপত্রে শীর্ষ ৫ ঠিকাদার

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	কাজের সংখ্যা	একক দরপত্র শতকরা হার	সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	একক দরপত্রের সর্বমোট চুক্তি মূল্য (কোটি টাকা)	শীর্ষ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
পদ্মা আসোসিয়েটস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড	৯৪	৫৫.৩২%	৬৯০.৯০	২৩২.৪৯	পিডব্লিউডি ইএম বিভাগ-৮, ঢাকা
মেসার্স আমানত এন্টারপ্রাইজ	৫৩৭	৪৬.৯৩%	৪৩৬.১৭	১৫৬.৯১	পিডব্লিউডি ইএম বিভাগ-৮, ঢাকা
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড	২৮	৫০.০০%	৫৪৭.৯৩	১৪৩.৬৫	ঢাকা পিডব্লিউডি বিভাগ-৪, ঢাকা
মেসার্স কোহিনূর এন্টারপ্রাইজ	১২২	৮৩.৬১%	১৫০.২৫	১২৪.৯৬	ঢাকা পিডব্লিউডি বিভাগ-৪, ঢাকা
এম জামাল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড	১১	৯.০৯%	৭৫৫.২৭	১০৬.২১	ঢাকা পিডব্লিউডি বিভাগ-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- প্রায় ১২ বছর হতে চললেও ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ২০ থেকে ৩৫ ভাগ সরকারি কেনাকাটা সম্পাদিত হয়। বড় চুক্তিমূল্যের দরপত্র এখোনো এ পক্রিয়ার আওতায় আসেনি।
- ই-ক্রয়ের মাধ্যমে যতো কেনাকাটা হয় তার ৯৯ ভাগের বেশি কাজের চুক্তিমূল্য ২৫ কোটি টাকার নিচে।
- ই-ক্রয়কার্যে সবার শীর্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ (মোট কার্যাদেশের ৪৩.৬% এবং চুক্তি মূল্যের ৪০%)
- ই- কেনাকাটার ৯২ ভাগ এবং চুক্তি মূল্যেও ৯৭ ভাগই মূলত ১০টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেখানে স্থানীয় সরকার বিভাগ সবচে বেশি অর্থ ব্যয় করে।
- শীর্ষ ৫% ঠিকাদারের কাজের হিস্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। গড়ে প্রায় ৩০ ভাগ কাজের নিয়ন্ত্রণই এসব ঠিকাদারের হাতে।
- সরকারি ই-ক্রয়কার্যে গড়ে দরপত্র পড়ার পরিমান বাড়লেও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র জমা পড়ার গড় হার ৩.৫৪। সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র জমা পড়ার গড় সবচে বেশি, ৪৭.৭৫।
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ১০ শতাংশের মূল্যসীমা সীমিত দরপত্র পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে, যেখানে কাজ পেতে কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয় না, যেটি বাজারে প্রতিযোগীতার পরিবেশ বিনষ্ট করছে।
- ই-ক্রয় কার্যক্রমে ৪৬ ভাগ ক্ষেত্রে দরপত্র পড়ে ৪ টির কম । উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এ হার ৬৫ ভাগ, যা ক্রয় প্রক্রিয়ায় কম মাত্রার প্রতিযোগিতার ইংগিত করে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- প্রতি পাঁচটি দরপত্রের একটি একক দরপত্রের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এই হার ২৬% । অর্থাৎ প্রতি চারটির একটিই একক দরপত্র
- ই-ক্রয় কার্যের ৭০% -ই পাচ্ছেন স্থানীয় ঠিকাদাররা, বাকি ৩০ ভাগ পাচ্ছেন স্থানীয় নন এমন ঠিকাদাররা।
- একক দরপত্রের মাধ্যমে দেয়া কার্যাদেশের আর্থিক মূল্য ষাট হাজার কোটি টাকা, যা মোট ই- টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পাদিত কাজ ও পণ্যের ক্রয়মূল্যের ১৫% ।
- ৯২ টি ক্রয়কারি প্রতিষ্ঠানে একক দরপত্র পড়ার হার ৭৫ ভাগের বেশি, ৪১৬ ঠিকাদার ৭৫% এর বেশি কাজ পেয়েছে একক দরপত্র থেকে
- ফেনী ও নোয়াখালী জেলায় প্রতি দুটি ক্রয়কার্যের একটি একক দরপত্রের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে,এরপরেই রয়েছে কুমিল্লা, নারায়নগঞ্জ, এক্ষেত্রে একক দরপত্রের ভিত্তিতে ৩০ ভাগ কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।
- সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সবচে বেশি একক দরপত্র পড়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, একক দরপত্র পড়ার হার ৬২.৭০% এবং এরপরেই অবস্থান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের, হার ৫৫.২১% ।
- সোনাইমুড়ি, বরগুণা এবং দাগনভূঁইয়া পৌরসভায় একক দরপত্র পড়ার হার ৯০ থেকে ১০০ ভাগ।

সুপারিশ

- ই-ইজিপির আওতার বাইরে থাকা উচ্চ চুক্তিমূল্যের সকল দরপত্র দ্রুততার সাথে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় আনতে হবে।
- সরকারি ক্রয়ে প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি এবং সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে আরোপিত মূল্যসীমা প্রত্যাহার করতে হবে।
- সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণের বর্তমান ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজিয়ে সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
- বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিতে এবং সম্ভাব্য যোগসাজস বন্ধে একক দরপত্র প্রবণ ক্রয় অফিসগুলোকে নজরদারির ভেতর আনতে হবে।
- সকল ক্রয় কর্তৃপক্ষ এবং সিপিটিইউ সরকারি ক্রয়ে প্রতিযোগিতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
- একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিপূর্ণ, পক্ষপাতহীন, প্রতিযোগিতামূলক এবং সর্বোপরি দূর্নীতিমুক্ত সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ই-জিপির মাধ্যমে তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে উপাত্ত নির্ভর বিশ্লেষণ এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করার মাধ্যমে পুরো ক্রয় ব্যবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নে মনোযোগী হতে হবে।

ধন্যবাদ